একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

'The Mother of 1084': Mother-Son Relationship

‘হাজার চুরাশির মা’: জননী-পুত্র সম্পর্ক

Name of the Author: Sayantan Nandi

Affiliation: I graduated from the Department of Bengali Language and Literature of Ramakrishna Mission Vidyamandir with the highest marks in 2023 and completed my postgraduate studies in 2025 with second place and first place in the Rabindra Sahitya special paper. I am preparing for research by passing the UGC NET exam in December 2025.

Abstract: Mahasweta Devi’s _‘Hajar Churashir Ma’ (“The Mother of 1084”) is the story of a mother, Sujata, whose son Brati is brutally killed by the state for his ideals. In the morgue, Brati’s body is tagged as number 1084, which gives the novel its title. Brati was a class-enemy, in favor of continuously and ruthlessly killing class enemies, government collaborators, and counter-revolutionaries within the party. The story begins on the anniversary of Brati’s death. Sujata recalls her son from his birth onward. She meets a close comrade of Brati and tries to assess Brati’s revolutionary mentality. Throughout the novel she is portrayed as a woman of firm temperament, fighting against all odds. She is advised to forget her son because people like him are a “cancerous growth on the body of democracy.” Many years later, Sujata finds some peace in the thought that her son’s death in political turmoil spared almost no household. My discussion has focused on how, after Brati’s death, Sujata tries to recognize and understand him anew. Altogether, the discussion centers on the relationship between the mother Sujata and her son Brati.

Keywords: Sujata, Brati, Class-enemy, Democracy, Freedom, Broker, Nympho, Death anniversary, Naxalite movement, Dibyanath.

‘হাজার চুরাশির মা’: জননী-পুত্র সম্পর্ক

সায়ন্তন নন্দী

‘হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে কলকাতার একটি অভিজাত পরিবার। যে অভিজাত পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মোড়কে মোড়া। সে পরিবারের সদস্যরা হলেন দিব্যনাথ-সুজাতা এবং তাদের সন্তান জ্যোতি-নীপা-তুলি-ব্রতী। সুজাতার চার সন্তানের মধ্যে শুধুমাত্র মানসিক যোগাযোগ ছিল ছোটছেলে ব্রতীর সঙ্গে। উপন্যাস শুরু হয়েছে বাইশ বছর আগের এক সকালের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রতীর জন্মদিনের সকালে মা সুজাতা ফিরে গেছেন বাইশ বছর আগের এক সকালে। যেদিন ব্রতী প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল। সুজাতা কোন সন্তানের জন্মদানকালে স্বামী এবং শাশুড়ির সাহায্য পাননি। কোনদিন যে তাদের সাহায্য পেতে পারেন এমন বোধও কোন কারণেই সুজাতার তৈরি হয়নি। দিব্যনাথ নবজাতকের কান্না শুনতে হবে বলে তেতলার ঘরে ঘুমোন। এমনকি, অসুখবিসুখেও খোঁজ নেন না সন্তানদের। দিব্যনাথের মা সুজাতা সন্তান হবার সম-সময়ে চলে যান বোনের বাড়ি। সুজাতার সন্তান হওয়া তিনি দেখতে পারতেন না। দিব্যনাথ তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একটি সন্তান হতেই শাশুড়ি বিধবা। তাই বিগতযৌবনা রমণী যেমন যৌবনবতীকে ঈর্ষা করে, শাশুড়িও তেমনি সুজাতাকে ঈর্ষা করতেন। শাশুড়ি সুজাতাকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। তাই সন্তানের জন্মকালে তিনি সুজাতাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাকে অকূলে ভাসিয়ে চলে যেতেন বোনের বাড়ি।

দিব্যনাথ নবজাতকের কান্না যেন না শুনতে হয় তাই তেতলার ঘরে ঘুমোতেন কিন্তু সুজাতার আবার মা হবার মত যোগ্য শরীর তৈরি হয়েছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। ব্রতীর জন্মের আগে ন'মাস ভীষণ অশুচি এবং অশ্লীল লেগেছিল সুজাতার। কিন্তু যেমুহূর্তে জেনেছিলেন ভাবী সন্তানের জীবন সংশয় হতে পারে সেই মুহূর্তেই ব্যাকুল মমতায় বুক ভরে উঠেছিল সুজাতার। ডাক্তারকে বলেছিলেন 'অপারেশন করুন, ওকে বাঁচান'। ১৯৪৮ সালের সতেরোই জানুয়ারি ভোরে ব্রতী পৃথিবীর আলো দেখেছিল। ১৯৭০ সালের ৭ই জানুয়ারি সকালে সুজাতা পৌঁছে গিয়েছিলেন ২২ বছর আগের সকালে। আবার পৌঁছেছিলেন ২ বছর আগের অতীতে। ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪৮ ব্রতী পৃথিবীর আলো দেখেছিল। ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬৮-এর সকালে ফোন বেজেছিল। ফোনের অপর প্রান্তে গম্ভীর গলায় পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করেছিল- 'ব্রতী চ্যাটার্জী আপনার কে হয়? ছেলে? কাঁটাপুকুরে আসুন।' দিব্যনাথ-সুজাতার কনিষ্ঠ সন্তান ব্রতী চ্যাটার্জী কীভাবে 'হাজার চুরাশি' হয়ে গেল তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে 'হাজার চুরাশির মা' সুজাতা।

ব্রতীকে কেন্দ্র করে সুজাতার মাতৃত্ব যেন পক্ষবিস্তার করার সুযোগ পেয়েছিল। বলা ভালো ব্রতীর জন্মের পরে প্রকৃত অর্থে সুজাতার মাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল। ব্রতীর আগের তিন সন্তানের ক্ষেত্রে সুজাতার ভূমিকা ছিল নগণ্য। শাশুড়ি তাদের সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল। কিন্তু ব্রতীর বেলা সুজাতা অধিকার ছাড়তে চায়নি। একা ব্রতীর জন্য সুজাতা স্বামী এবং শাশুড়িকে অমান্য করেছেন। তার অন্য সন্তানেরা অর্থহীন শাসন আর স্বেচ্ছাচারী প্রশ্রয় ভোগ করলেও ব্রতীকে তিনি তা কখনোই ভোগ করতে দেননি। অভিজাত পরিবারের প্রভাবশালী স্বামী এবং দুর্দান্তপ্রতাপ শাশুড়ি থাকলে সুজাতার মত মানুষেরা এককোণের অস্তিত্ব হয়ে পড়ে। সুজাতার স্বামী চিরকাল বাইরে মেয়েদের নিয়ে নোংরামি করেছেন, আর শাশুড়ি তাতে সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই প্রশ্রয় যে খানিকটা পুত্রবধূর ওপর ঈর্ষার কারণে তা বুঝতে আমাদের মত পাঠকদের অসুবিধা হয় না। দিব্যনাথের এরকম আচরণকে তার শাশুড়ি পুরুষোচিত আচরণ বলেই মনে করতেন। এরকম স্বামী এবং শাশুড়ির আধিপত্যের উত্তাপ থেকে ব্রতীকে বাঁচিয়ে চলার জন্য সুজাতাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। ব্রতীর মৃত্যুর দু'বছর পরে সুজাতার স্মৃতিচারণে উঠে আসে ব্রতী। অন্য সন্তানদের তুলনায় একেবারে ভিন্ন এক জগতের অধিবাসী ব্রতী। মিথ্যে বলে ভোলানো যেত না ব্রতীকে, যুক্তি দিয়ে বোঝালে বুঝত। বেশি জেদি, বেশি অনুভূতিপ্রবণ, বেশি কল্পনাপ্রবণ ব্রতী। আজ যখন ব্রতী সবরকমের ভয় এবং অভয়ের বাইরে, তখন সুজাতার চেতনায় ফিরে আসে 'ভয়কাতুরে' ব্রতী। অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ শিশুর মত ভয় পেত ব্রতী। রাতে 'হরিধ্বনি' শুনলে কিংবা দিনের বেলাতেও বহুরূপী ডাকাত সেজে এলে ভয় পেত, চেঁচাত। কিন্তু সব ভয় একদিন উধাও হয়ে যায়। সুজাতার চিন্তা-চেতনা এবং বোধের বাইরে এই ব্রতী। যে অকুতোভয়। **"ভয়কাতুরে ছিল যে সব চেয়ে। সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।"**[১] ব্রতী যতদিন ছিল ততদিন সুজাতা যেন তাকে ভালো করে চেনেননি, জানেননি। আজ ব্রতীর মৃত্যুর পরে ব্রতী যাদের সঙ্গে সুজাতার আত্মীয়তা করে দিয়ে গেছে সেই মানুষগুলির সঙ্গে কথা বলে নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছেন ব্রতীকে। আর সেই আবিষ্কারের সূত্র ধরে সুজাতা যেন নিজেকেও নতুন করে খোঁজার, বোঝার চেষ্টা করেছেন। ব্রতীর ব্যাপারে তো সে সবচেয়ে বেশি অধিকার প্রয়োগ করেছিল, তাই সুজাতার মনে আজ যে প্রশ্নরা ভিড় করে আসে –

১. ব্রতীর হত্যার পেছনে তাঁর কি পরোক্ষ অবদান ছিল?

২. কীভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন ব্রতীকে, যে জন্য এই দশকে, যে দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে সেই দশকে, ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল।

৩. কী করতেন তিনি, অথচ করেন নি বলে ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল?

৪. কোথায় সুজাতা ব্যর্থ হয়েছিলেন। মা হিসেবে সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে ঠিক কী কী ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছিল, যে কারণে সুজাতাকে এরকম একটা ভয়ংকর পরিণতি সহ্য করতে হচ্ছে। অথচ সুজাতা

জানতেন যে ব্রতী ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। ব্রতী দিব্যনাথকে সহ্য করতে পারে না - এ কথা সুজাতা জানেন। সন্তান হয়ে বাবাকে সহ্য করতে পারে না ব্রতী। বাবাকে সে শত্রু মনে করে। তবে এককভাবে সে বাবাকে শত্রু মনে করে তা নয়। দিব্যনাথ চ্যাটার্জী যে সব বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রেণিটাই ব্রতীদের শত্রু। দিবানাথ যেহেতু সেই শ্রেণীরই একজন, তাই তিনিও ব্রতীর শত্রু। দিব্যনাথ নিজেও জানতেন ছেলের নজরে তার অবস্থান কোথায়। আর এ ব্যাপারে তিনি সুজাতাকে দোষারোপ করে বলতেন - **"মাদার্স চাইলড। তুমি ওকেই শিখিয়েছ আমার শত্রু হতে।"**[২]

সুজাতা দিব্যনাথের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সুজাতা তো কখনো ব্রতীকে বলেননি বাবার শত্রু হতে। বরং দিবানাথ যাতে বিশ্বাস করেন, সেই সম্ভ্রান্ততায়, সচ্ছলতায়, নিরাপত্তায় তিনিও বিশ্বাস করেন। তাদের মধ্যে দাম্পত্যের জটিলতা, সমস্যা থাকলেও সে ব্যাপারে সুজাতা কোনদিনই তার সন্তানদের সামনে তুলে ধরেননি। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে সুজাতার রুচিবোধে নিশ্চয়ই বাঁধত দিব্যনাথের আচরণ। কিন্তু তা বলে সে নিয়ে নিশ্চয়ই সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এরকম রুচি বা শিক্ষা সুজাতার ছিল না। তাই ব্রতীর মৃত্যু হলে সুজাতা দিব্যনাথের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পান না। শুধু দিবানাথ নন, সুজাতা অন্য তিন সন্তানের দিক থেকেই তেমন কোন সহানুভূতির বা আক্ষেপের সুর শোনেন নি। তাই ব্রতীর সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে সুজাতাকে নন্দিনী বা সমুর মায়ের কাছে ছুটে যেতে হয়, যারা বদলে যাওয়া ব্রতীকে চিনত, জানত ভালো করে। ব্রতী নৃশংসভাবে খুন হলেও তার বাবা-দাদা-দিদিরা আপন আপন সমাজের কাছে সে মৃত্যুকে কেমন করে ব্যাখ্যা করবে তাই নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। তাদের সাজানো সুশৃঙ্খল জীবনে ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই তারা ব্রতীকে বিরোধী দলে ফেলে দেয়। এমনকি সুজাতাকেও তারা মনে মনে ব্রতীর দলে ফেলে দেয়। তাই ব্রতীর কথা বলে এদের কাছে সুজাতা কোন সান্ত্বনা খোঁজে না। বরং তার চেয়ে ওর অনেক বেশি আপন মনে হয়েছে হেমকে। যে হেম ছোট থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে ব্রতীকে। যেদিন থেকে ব্রতী বদলে যেতে শুরু করে সেদিন থেকে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ দলে ফেলে দেয়। আসলে সুজাতার স্বামী এবং অন্য সন্তানেরা যা যা করে ব্রতী তার কোনটাই করত না এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও এমন কখনো করবে বলে মনে হয়নি তাই ব্রতী বিরোধী দলভুক্ত। **"ব্রতী যদি জ্যোতির মতো প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মত মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও একটাই পিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছেন, তাই করত, ঝানু জোচ্চোর হতো টোনি কাপাডিয়ার মতো, দুশ্চরিত্র হতো ওর দিদি নীপার মতো, সে এক পিসতুতো দেওরের সঙ্গে প্রায় বসবাস করে, তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।"**[৩]

সুজাতা ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং অন্য সন্তানদেরও পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করেন। কেন সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ব্রতী ওদের কাছে কেন এত তাড়াতাড়ি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল? যেজন্য পরিবারের এই ছোট ছেলেটির মৃত্যুর দিনেই কেন তুলির এনগেজমেন্টের দিন ধার্য্য করা হল? টোনি কপোডিয়ার মা অর্থাৎ তুলির ভাবী শাশুড়িকে কি অন্য কোন একটি দিনের জন্য রাজী করানো যেত না। সোয়ামীজিকে কি অন্য একটি ভালোদিনের সন্ধান দিতে বলা যেত না? এমনকি, যারা ব্রতীর হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত, তাদের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে ব্রতীর প্রতি এদের উন্নাসিকতা প্রকট হয়েছে। সুজাতা ব্রতীর ওপরে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলেই কি এরা এখনও ক্ষমাহীন। নাকি, ব্রতীর বিষয়ে এদের মনের মধ্যে কোথাও পাপবোধ লুকিয়ে আছে তাই এত রুক্ষ তুলি, এত অপরাধী ও সংকুচিত দিব্যনাথ, এমন নম্র জ্যোতি?

যাদের কাছে ব্রতী এত তাড়াতাড়ি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে তাদের কাছে সুজাতা ব্রতীর ব্যাপারে সান্ত্বনা খোঁজেন না। বরং জীবন এবং মৃত্যু উভয়ক্ষেত্রেই যারা ব্রতীর সঙ্গে ছিল সুজাতা তাদের কাছে যান। সমুর মায়ের কাছে যান। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সমুর মা সুজাতার সামনে বসে কাঁদছিলেন। প্রথম বারে সুজাতাকে দেখে সমুর দিদি কেঁদেছিল। ঠিক যেভাবে একজন ব্যথী আর একজন ব্যথিতজনকে দেখে কেঁদে ওঠে, তেমনি। কিন্তু সময়ের প্রলেপে যে ব্যথা বা শোক ম্রিয়মান তা আজ আর সমব্যথীকে দেখে আবেগে অশ্রুসিক্ত হয় না। বরং কঠিন এবং কঠোর বাস্তববোধে তাকে তাড়িত করে। সমুর দিদি তাই আজ আর সুজাতাকে দেখে কাঁদতে পারেনা। বরং তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চিতার আগুনে সমুর দিদি পুড়ে ঝলসে গেছে। সমুর মৃত্যুর পরেই ওর বাবা মারা যান। তখন থেকে উদয়াস্ত ছেলে পড়িয়েই সমুর দিদিকেই সংসার চালাতে হয়। কঠিন বাস্তববোধ সমুর দিদিকে ভ্রাতৃশোক ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই সুজাতার পুত্রশোকে সমুর মায়ের কাছে-আসা হয়তো সমুর দিদির কাছে বিলাসিতার নামান্তর। কিন্তু সুজাতা কেমন করে বোঝাবেন যে তার বাড়িতে ব্রতীর জন্য কান্নার মত সহজ পরিবেশ নেই। সমুর মায়ের মত বুকফাটা অকুণ্ঠ, আর্তবিলাপ করতে পারলে তিনি বেঁচে যেতেন। সমুর মা তাকে অস্বাভাবিক ভাবে যদি তিনি বলেন, ব্রতীর জন্য তিনি বুকে পাষাণ ভার বহন করছেন, ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারেননি। ব্রতীর খবর পেতে না পেতেই যারা সে খবর চাপা দিতে ছুটে যায়, তাদের সামনে ব্রতীর জন্য কাঁদতে পারেননি সুজাতা, তাঁর গলা বন্ধ হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তা একমাত্র তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত, তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলত, বলত পিঠে সাবান দিয়ে দিতে, বলত হেম আবার তাকে ঠাণ্ডা চা দিয়েছে, ব্যাঙ্কের পরে মায়ের সঙ্গে সিনেমায় যাবার জন্য আবদার করত কখনো। নোট কপি করে দেওয়ার জন্য অনুনয় করত। যে সহজ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে সন্তানদের থাকে সেই সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক সুজাতার অন্য সন্তানদের সঙ্গে ছিল না। সমুর মা তাই হয়তো বুঝতেও পারবেন না সুজাতাকে। শত দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও সুজাতার তুলনায় তিনি বিজয়িনী।

তিনি জানতেন সমু কী করছে, কিন্তু সুজাতা জানতেন না ব্রতী কী করছে। সুজাতা যে সমাজে বাস করে আর সমুর মা যে সামাজিক অবস্থানে রয়েছেন এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। তাই দুজনের জীবনবোধ তথা জীবন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন - **"সুজাতা যদি বলেন, তিনি যে মাটি ছাড়া- শেকড় ছাড়া জীবন-বিচ্যুত সমাজে বাস করেন, সে সমাজে মা-ছেলে, বাপ-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী প্রতিটি সম্পর্ক বিষিয়ে গেলেও কেউ কাউকে মারে না, বুক ফাটিয়ে কাঁদে না, সকলে সকলের সঙ্গে মধুর ও মার্জিত ব্যবহার করে চলে, তাহলে সমুর মা বুঝতেই পারবেন না সুজাতা কী বলছেন। ভাষাটা বাংলা হলেও, ভাষার অন্তরের বক্তব্য সমুর মা বুঝবেন না।"**[৪]

সমুর মা এবং সুজাতার সামাজিক অবস্থানই শুধু আলাদা নয় তাদের জীবনবোধও আলাদা। জীবন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা ঋদ্ধ হয় সেই জীবন অভিজ্ঞতা তাদের সম্পূর্ণ আলাদা। একজন বোঝেন কোন কিছু না পাওয়ার বেদনায় হাহাকার করা যায়। দোষারোপ করা যায় ভাগ্যকে। অন্যজন সবকিছু থাকলেও, যেন কিছুই নেই এমন শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হলেও সরবে সেই বেদনা ব্যক্ত করতে পারেন না। তথাকথিত ভদ্র এবং সভ্য জীবন যে মুখোশ ধারণ করে থাকে তা সমুর মা বোঝেন না। সেই কারণেই বোঝেন না সুজাতার শূন্যতাবোধ ঠিক কোথায়? কেনই বা ব্রতীর মত উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে, যার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিৎ এবং নিরাপদ সে কেন সমুদের দলে যোগ দিয়েছিল - **"আপনের পোলার মুখখান আমার মনে লরেচরে দিদি। মাগো কিছু নাই, তারা ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপ্ত হয়। সমু ছুডকাল অইতে কইত, ক্যান আমরা কি ভিখারি যে যা হক্কলে পাইবার কথা তাই ভিক্ষা কইরা চাইয়া নিমু আর লাথ খামু? কিন্তু ব্রতীর ত হকল আছিল দিদি। হে ক্যান বা মরতে আইছিল?"**[৫]

ব্রতীরা যে বদলে যেতে পারে, ব্রতীরাও যে সমুদের মত একরকম ভাবে সমাজবদলের কথা ভাবতে পারে- এই বোধ সমুর মায়ের চিন্তা এবং চেতনায় কখনোই আসে না। যার জীবনে পার্থিব অপ্রাপ্তি জনিত কোন হতাশা নেই সে কেন নিজের জীবন বিপন্ন করে - এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সমুর মায়ের কাছে নেই। কিন্তু সুজাতা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে নিজের সন্তানকে। কারণ ব্রতীকে বুঝতে চেষ্টা করেন বলেই তিনি আসেন সমুদের বাড়ি। ব্রতী যখন বদলে যেতে শুরু করেছিল, তখন সে শুধু কয়েকটি বই পড়ে বা বুলি শুনেই বদলে যায়নি, সমুর মত দরিদ্র বাপ-মার সন্তান, লালটুর মতো ভাগ্যপ্রহৃত অপমানিত যুবক - এদের এবং অন্যান্য মানুষদের জীবনের জ্বালা নিজের রক্তমাংসে অনুভব করেই ব্রতী বদলেছিল। জীবনই তাকে বদলে যেতে বাধ্য করেছিল। তাই সে নিজের নির্দিষ্ট জীবন ত্যাগ করে। যদি সেই জীবন থাকত তা হলে ব্রতী বিলেত যেত, সেখান থেকে ফিরত এবং অনেক বড় চাকরি করত। ঠিক যেমনটি তার বাবা এবং মা ভেবে রেখেছিল। শৃঙ্খলিত জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডীতে বাঁধা হত সে জীবন। কিন্তু ব্রতী স্বেচ্ছায় সে জীবন ত্যাগ করে। আপাতভাবে ব্রতীর জীবনে অভাব ছিল না কোন কিছুর। কিন্তু পরিবারের মধ্য থেকেই ব্রতী বদলে যেতে শুরু

করেছিল। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় যেমন ব্রতীদের আস্থা ছিল না তেমনি পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ছিল না। বাবা দিব্যনাথ চ্যাটার্জী ব্রতীর কাছে ছিল 'বস'। যদিও ওর দাদাদিদিরা বাবাকে যথেষ্ট 'অ্যাডমায়ার' করত। তাই ব্রতীর নজরে ওরা মানুষ বলে বিবেচ্য হতে পারেনি। ব্রতী মনে করত ওর দিদি একটা নিমফো, ছোটদি একটা কমপ্লেক্স বোঝাই অসভ্য মেয়ে, দাদা একটা দালাল। ব্রতী শুধু ভালোবাসত মাকে। কারণ ছোটবেলা থেকেই ব্রতী বুঝেছিল ওর মাবাবা-দাদা-দিদিদের তার বাবার পরনারীতে আসক্তি যেন ব্রতীকে আরো বেশি করে মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। সেজন্য মায়ের ওপর নজর রাখত। অসুখ হলেও দশ বছর বয়সেও ব্রতী খেলা ছেড়ে চলে আসত, মায়ের মাথায় বাতাস করে দিতে চাইত। যেকারণে দিব্যনাথ তাকে 'মিলক্সপ, মেয়ে মার্কা ছেলে, নোম্যানলিনেস' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করতেন। ব্রতীর সঙ্গে ওর বাবার কোন পরিচয় গড়ে ওঠে নি কোন সদর্থক অর্থে। প্রথমে যখন জেসচার বাবার দিক থেকে আসতে পারত তখন দিব্যনাথ ছেলের সঙ্গে কোন রিলেশন গড়তে চেষ্টা করেননি। নিয়ম আর অনুশাসনের গণ্ডীতে আবদ্ধ দিব্যনাথ চ্যাটার্জী সন্তানদের সঙ্গে কোন সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। কিন্তু তার অন্য সন্তানেরা তা মেনে নিলেও ব্রতী তা মেনে নিতে পারেনি। ব্রতী বুঝতে পারত দিব্যনাথ সুজাতাকেও ব্যবহার করেন 'পাপোশের মত'। তাই মায়ের ওপর ব্রতীর সস্নেহ ভালোবাসা ছিল। সুজাতাকে নীরবে কাঁদতে দেখে ছয় বছরের শিশু ব্রতীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে হয়তো ভেবেছিল মা কোনকিছু না পাবার বেদনায় কাঁদছে তাই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত 'আমি তোমাকে একটা বাঘ আর শিকারি ছাপা শাড়ি কিনে দেব।' মাকেও যে তার মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য লাগত। পরিবারের অন্য সকলের এই আশ্চর্যরকম বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সুজাতা কেমন করে নিজকর্তব্য সম্পাদন করেন। বান্ধবী নন্দিনীর কাছে ব্রতী বলত মায়ের কথা, মায়ের কষ্ট লাঘবের চেষ্টার কথা - **"আপনিও মরোলি নন-আণ্ডারস্টানডিং কিন্তু আপনাকেও এক্সপ্লেইন করতে পারে। আপনার ওপর ওর কোন রাগ নেই। ও ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে প্রথমটা চাকরি-বাকরির কথা ভাবত। তখন বলত আপনাকে নিয়ে ও চলে যাবে কোথাও। পরে অবশ্য সেসব কথা আর বলেনি।"**[৬] ব্রতী মায়ের প্রতি ভালোবাসার কারণেই মেসে যাওয়ার তারিখ পিছিয়ে ১৫ই জানুয়ারি থেকে ১৯শে জানুয়ারি করেছিল। জন্মদিনের দিনটি মায়ের কাছেই থাকতে চেয়েছিল শুধু মায়ের ভালো লাগবে বলে। যদিও এসবে ওর খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। বরং আশ্চর্য হত সুজাতা। কীভাবে মনে রাখে জন্মদিনের তারিখটা, যখন ব্রতী নিজেই নিজের জন্মদিনের তারিখটা মনে রাখতে পারে না। মাকে সে কোনভাবেই কষ্ট দিতে চায়নি বরং মায়ের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা। সুজাতাকে ব্রতী যেভাবে চিনেছিল বা জেনেছিল সুজাতা কী ব্রতীকে সেভাবে চিনেছিল? ব্রতী যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তা যে শুধুমাত্র পারিবারিক কারণে নয়, সামাজ ও রাষ্ট্রের সংকটও যে তার মধ্যে প্রবল আলোড়ন তৈরী করেছে তা বুঝতে পারেনি সুজাতা।

এমনকি, যেদিন ব্রতীকে হত্যা করা হয় সেদিনও সুজাতা সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই করেছেন। একবারের জন্যও মায়ের মন কোন অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হয়নি। প্রবাদ বলে সন্তানের বিপদের খবর মায়ের মনে আগে পৌঁছোয়, কিন্তু সুজাতা ব্রতীর এই সম্ভাব্য পরিণতির কোন আগাম সংকেত অন্তরে অনুভব করেননি। তাই আজ যেন বড় বেশি অপরাধবোধে ভুগছেন। হয়তো তাঁর আঁকড়ে ধরা ক্ষুধিত ভালোবাসা না থাকলে ব্রতীকে এভাবে মরতে হত না। ব্রতী ১৫ই জানুয়ারি মেসে চলে যেত। ১৬ই জানুয়ারি সে যেত না মামুদের সাবধান করতে। ফলে এ রকমের সম্ভাব্য পরিণতি হয়তো এড়ানো যেত, হয়তো যেত না; কিন্তু পুত্রের প্রতি ভালোবাসাই আজ সুজাতাকে অপরাধবোধে তাড়িত করে।

সমুর মা, নন্দিনী এদের সঙ্গে ব্রতীকে এক নতুন পরিচয়ে চিনলেন, জানলেন, বুঝলেন। নিজের সন্তানের জীবনের একটি দিক যে সুজাতার অজানা ছিল তা আজ এদের সূত্র ধরে জানতে পারলেন। বুঝতে পারলেন কেন ব্রতী স্কলারশিপের টাকা বাড়িতে দিতে শুরু করেছিল। কেন কয়েকমাস দিব্যনাথের সামনে আসেনি। কথা বলেনি। কেন দিব্যনাথ ব্রতীর নাম করে টাইপিস্ট মেয়েটিকে রেখেছিলেন, সেজন্য ব্রতী দিব্যনাথকে শাসিয়েছিল জেনে অবাক হয়েছেন সুজাতা। তার মানে ব্রতী সব জানত। তাই ছোটমেয়েকে বাবা যেমন করে ভোলায় সুজাতাকে ব্রতী তেমন করে ভোলাত। সুজাতা দিব্যনাথের যাবতীয় অন্যায় সহ্য করেছিলেন মুখ বুজে। আজ ব্রতীর মৃত্যুর দুবছর পরে অর্থাৎ ব্রতীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে সুজাতা যে স্পর্ধাভরে দিব্যনাথের মুখের ওপর কথা বলেছেন, তা যদি ব্রতী জেনে যেত সুজাতার আক্ষেপ হয়তো কিছুটা ঘুচত। কারণ দিব্যনাথের আচরণ একমাত্র ব্রতী মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তার অন্য সন্তানদের এ বিষয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। তুলি তো দিব্যনাথের এই অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। এমনকি কবে কখন তারা দেখা করবেন সবই ছিল তুলির নখদর্পণে। খবর আদানপ্রদানের কাজেও এসময়ে দিব্যনাথও টাইপিস্ট মেয়েটিকে সাহায্য করেছিল। এ সবই ব্রতী জানত, বুঝত, তাই বাবা দিব্যনাথের মত দিদি তুলির সঙ্গেও ব্রতী পারতপক্ষে কথা বলত না। তাই তুলির এনগেজমেন্টের দিন হিসেবে ব্রতীর মৃত্যুদিন ধার্য করা চলে অনায়াসে। এমনকি, অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে সুজাতার মতামত নেওয়ার বিষয়টিকেও। সেদিনের সন্ধ্যার সাজানো পার্টির আসরে সর্বত্র যেন অনুপস্থিত ব্রতী। সে বেঁচে আছে একমাত্র সুজাতার চেতনায় - **"টেবিলের ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। টেবিলের একটা পায়ায় ব্রতীর জুতোর ঠোকরে কাঠের চাকলা উঠে গিয়েছিল। টেবিলের ওপর কাঁটা চামচ, ন্যাপকিন, ওয়াইন, গ্লাস, জল, কাচের গ্লাস, খাবার দেবার ডিশ, কফি দেবার পেয়ালা, সব সাজানো। এর কোনো কিছুতেই ব্রতী নেই, কোথাও নেই। ব্রতীর বাড়িতে, যে বাড়িতে সে বড়ো হল, জীবন কাটাল, সে বাড়িতে সে ব্রতীকে খুঁজে পাওয়া এত কঠিন।"**[৭]

ব্রতী আজ কোথাও নেই। অন্ততঃ দিব্যনাথের বাড়ির কোন কোণেই ব্রতী নেই। সেদিন কাঁটাপুকুর থেকে ফোন এসেছিল যেদিনই দিব্যনাথরা মুছে ফেলেছিল সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন ঘর থেকে, সম্ভবত মন থেকেও। তাই চরম উদাসীনভাবে ব্রতীর মৃত্যুদিনই তুলির এনগেজমেন্টের দিন হিসাবে ধার্য করা হয়। ব্রতী শুধু বেঁচে থাকে পুত্রহারা মায়ের বেদনাতুর চেতনায়, পুত্রাধিক স্নেহে যিনি বড় করেছেন। সেই স্নেহের আর্ত হাহাকারে। সমুর মায়েদের মত মায়ের মনে এবং নন্দিনীর মত বান্ধবী-সহকর্মীর সহযোদ্ধার চিন্তাচেতনায়।

দিব্যনাথ এবং তার অন্য সন্তানেরা ব্রতীকে সম্পূর্ণ ভুলে যাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানান তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রতীদের হত্যা করার মারণযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। কেউ কেউ আজ ব্রতীদের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মেকি সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণ করে। কেউ কেউ কবিতা লেখে। ব্রতীদের কথা ভেবে এখন কবিরা কেঁদে কেঁদে এদের নিয়ে কবিতা লেখে। কিন্তু- "যখন অ্যাকশন- কাউন্টার অ্যাকশন চলছিল তখন সব হুমড়ি খেয়ে বাংলাদেশ-বাংলাদেশ বলে কাগজে কাঁদছিল। এখন সব কন্ট্রোলে, নাউ হি ফিলস্ হিইজ সেফ অনাফ টু রাইট।" অর্থাৎ যে সময়ে ব্রতীরা নিহত হয় সেসময় এদের কলম আশ্চর্য রকমের নির্বাক ছিল। আজ যখন সব কিছু শান্ত (অনেকের মতে) তখন এরা সবাক প্রতিবাদে, সহানুভূতিতে। সুজাতা এবং দিব্যনাথের ছোটছেলের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে এরা অনেকেই শকড মি.চ্যাটার্জীর প্রতি, তার সন্তানের জন্য এরা মর্মাহত। কিন্তু 'হাজার চুরাশির মা' সুজাতাকে এদের মনে হয় **"সুজাতা ইজ এ থরোলি আনফীলিং ওয়াইফ। শী স্পয়েলট হার সন। নইলে এরকম ফ্যামিলির ছেলে কখনো... ?"**[৮] মালি মিত্রের মত দিবানাথও সুজাতাকে 'আনন্যাচারাল উম্যান' মনে করতেন। কারণ ব্রতীর মৃত্যুর পরে সুজাতা চিৎকার করে শোক প্রকাশ করেননি। কিন্তু সুজাতা যে কোন জায়গায়, যে কোন লোকের সামনে কেঁদে ব্রতীর শোককে সুলভ করতে চাননি। সুজাতার দুঃসহ শোকের বন্দীতে ব্রতীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সকলের সঙ্গে তিনি শোককে ভাগ করে নিলেই হয়তো সর্বার্থে ব্রতী মারা যাবে। তাই সুজাতা তাঁর চোখের জলকে লুকিয়ে রাখেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে বেদনাকে গোপন করে। যারা ব্রতীকে বোঝেন, যাদের চেতনায় ব্রতী মারা যাওয়ার অনেক আগেই মৃত, তাদের সঙ্গে সুজাতা কিছুতেই নিজেকে মেলাবেন না। ব্রতীর শোককে আটপৌরে করবেন না বলেই সুজাতা 'আনফিলিং ওয়াইফ', 'আনন্যাচারাল উম্যান'। সুজাতা কোনদিনই কর্তব্যে গাফিলতি করেননি। তাই আজও করবেন না বলে পার্টিতে যোগদান করেছেন। যদিও নিজস্ব চেতনার জগতের বাইরে এই হইহুল্লোড়ে সুজাতা সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছেন না। লোকজনের কথা, হাসি, হল্লা এতকিছুর মধ্যে সুজাতা যেন 'একা হতেছি আলাদা'। তার মনে হয়- ‘পৃথিবীটা কি শুধু মৃতদেহের জন্য তৈরি, যে মৃতরা খায়, ঝগড়া করে, লোভে ও লালসায় উন্মত্তহয়?’ এদের ব্রতী শ্রদ্ধা করতে পারেনি, ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু সে শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল ভালবাসতে। ব্রতীরা আজও তাই চায়। কিন্তু এখনও যে সবকিছু 'কোয়ায়েট নয়'। 'অশান্ত, অস্থির,

ক্ষুব্ধ, যন্ত্রণার্ত, বিদ্রোহী সময়', যেখানে এখনো বট্রেয়াল চলছে। নন্দিনীর বলা কথাগুলোকেই যেন সুজাতা অন্তরে উপলব্ধি করে। টোনির মায়ের কথায় স্বামীজীর নির্ধারিত দিনেই টোনি-তুলির এনগেজমেন্টের দিন ধার্য হয়েছে। এই 'সোয়ামীজ চিলড্রেন' মি. কাপাডিয়া মনে করেন তার পলিসি ফলো করলেই দেশের সব সমস্যা মিটে যাবে। এমনকি মৌখিকভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধানও করে ফেলেন। সেইসঙ্গে সোয়ামীর মেসেজ প্রচার করার অঙ্গীকার করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। যার মাধ্যমে বহু জাতি, ধর্ম-বর্ণে বিভক্ত ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ফেলা সম্ভব বলে মনে করেন। মিসেস কাপাডিয়াও সোয়ামীর একজন গুণমুগ্ধভক্ত। সোয়ামীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা তার প্রতিটি কথাতেই ঝরে পড়ে। তাদের মেয়ে নার্গিস সোয়ামীর ভক্ত সেবিকা, ভারতবর্ষে সোয়ামীর ধর্ম প্রচার করবে। যদিও অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে ডিপসোম্যানিয়ার রুগী হিসেবে বছরের বেশীরভাগ সময়ই নার্সিংহোমে থাকে। বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে বাইরে বেরিয়ে আসে। পরিধানে গেরুয়াবস্ত্রই থাকে। আভিজাত্যে দিব্যনাথের চেয়ে একটু বেশীই- এরকম একটি পরিবারের সঙ্গে তুলির বিয়ের সম্বন্ধ হওয়াতে দিব্যনাথ যথেষ্ট খুশি, গর্বিতও বটে। তুলি তার প্রিয়তম সন্তান। টোনিও দিব্যনাথের মত মাতৃভক্ত। সুজাতা খোঁজেন টোনির প্রতি দিব্যনাথের দুর্বলতা যথেষ্ট। সে শুধুমাত্র টোনি মাতৃভক্ত সেকারণে নয়। টোনি তুলির নির্বাচন করা পাত্র। তুলির প্রতি দিব্যনাথের স্নেহের আধিক্য আছে প্রধানত দুটি কারণে –

১. তুলির চেহারা এবং স্বভাব দিব্যনাথের মায়ের মত।

২. টাইপিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দিব্যনাথের ঘনিষ্ঠতা তুলি আগে জানতে পারলেও তার মধ্যে কোন বিরাগ বা ঘৃণা তো প্রকাশ পায়ইনি বরং দিব্যনাথকে এ ব্যাপারে সে সহায়তা করেছে। ঠিক যেমন দিব্যনাথের মা সস্নেহ প্রশ্রয় দিতেন।

দিব্যনাথ মাতৃভক্ত। তিনি তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কারণে মায়ের কাছে প্রশ্রয় পেতেন। টোনি মাতৃভক্ত। কারণ সে তার মায়ের টাকায় ব্যবসা করে। তাই মায়ের ওপরে কোন কথা বলার অধিকার বা সাহস তার নেই। সুজাতার ছেলে ব্রতীও মাতৃভক্ত। দিব্যনাথ বা তার মায়ের অনৈতিক আচরণ সত্ত্বেও সুজাতা সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতেন। ব্রতী সব বুঝতে পারত কিন্তু বলত না কিছুই। হয়তো সে ভেবেছিল মার সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হবার কথা তিনি যখন কিছু বলছেন। তখন ব্রতীও কিছু বলবে না। কিন্তু সবসময়ে একটা সজাগ দৃষ্টি ছিল তার ওপরে। তবুও হয়তো কোথাও সেই আনুগত্যবোধে ফাটল ধরেছিল তাই ব্রতী বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা বলত। কিন্তু সুজাতা যে কেন সব সহ্য করত তা যদি ব্রতী জানত, অর্থাৎ ব্রতী যদি জানত ব্রতীর জন্যই সুজাতা সব সহ্য করেন, শুধু সহ্য করেন যে তাই-ই নয়, তিনি অপেক্ষা করতেন ব্রতী বড় হলে, পড়া শেষ করে মানুষ হলে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন ব্রতীকে নিয়ে, তা যদি ব্রতী জানত, তাহলে কি মত বদলাত ব্রতী।

সুজাতা জানেন তবুও হয়তো তাঁর ছেলে মত বদলাত না। আর এই নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকার গুণের কারণেই ব্রতী সুজাতার প্রিয়তম সন্তান। ব্রতী ছোটবেলায়ও মায়ের মনের একটা দিক যে শূন্য তা বুঝতে পারত। তাই বড় হলে মাকে একটা কাঁচের বাড়িতে রেখে দেবে বলে সে ভাবত এবং সুজাতাকেও তাই বলত। সেখান থেকে মা সবাইকে দেখতে পাবে কিন্তু তার মাকে কেউ দেখতে পাবেনা। ব্রতীর বোধে তার মা একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। তাই দশম শ্রেণীতে 'তোমার প্রিয় মানুষ' রচনা লিখতে গিয়ে 'আমার মা' বলে রচনা লিখে এসেছিল। পরিবারে ব্রতীর একমাত্র প্রিয় মানুষ ছিল তার মা। ব্রতী যে পরে ধীরে ধীরে বদলে যাবে, সে যে সমাজবদলের কথা ভাবতে শুরু করবে তার ইঙ্গিত যেন এখানেস্পষ্ট। পরিবারের মধ্যে থেকেও তার মা যে আলাদাজগতের অধিবাসী তা ব্রতীর বোধে ছোটবেলা থেকেই কাজ করে। ব্রতী বদলে যাবার অনেক আগে থেকেই দেখা যায় তার বাবা-দাদা-দিদিরা যে বুর্জোয়াতন্ত্রে বিশ্বাস করে সে তাতে বিশ্বাস করে না। খুব সচেতন ভাবে হয়তো নয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবে যে অনাদৃত, অবহেলিত ব্রতী ছোট থেকেই তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাই মায়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে তার আত্মীয়তা তেমনভাবে পরিবারের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কিন্তু হেম যে তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, ব্রতী তার প্রতিও সহানুভুতিসম্পন্ন। তাই রোদের মধ্যে হেঁটে রেশন নিয়ে ফিরতে দেখলে ব্রতী তাকে রিক্সা ডেকে তুলে দিয়েছে। তাই সুজাতার পরে এই বাড়িতে ব্রতী রয়েছে শুধু হেমের স্মৃতিতে। তুলির এনগেজমেন্টের দিন এবং ব্রতীর মৃত্যুদিন। পরিবারে এবং নিমন্ত্রিত শুভানুধ্যায়ী কারোর স্মৃতিতে ব্রতী বেঁচে নেই। তাই সারাদিন ধরে সুজাতা আজ ব্রতীকে পেয়েছিলেন সমুর মায়ের স্মৃতিচারণে, নন্দিনীর কথোপকথনে। সেখানে ব্রতী ছিল। কিন্তু এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ব্রতী নেই। কোথাও নেই। যারা আছে তারা - **"শবদেহ, শটিত শবদেহ সব। ধীমান অমিত-দিব্যনাথ-মি: কাপডিয়া-তুলি-টোনি মিশ্র মিত্র- মলি মিত্র মিসেস কাপাডিয়া-এই শবদেহগুলো শটিত অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সব কবিতার সব চিত্রকল্প-লালগোলাপ- সবুজঘাস- নিয়নআলো- মায়েরহাসি- শিশুরকান্না- সব চিরকাল, অনন্তকাল ভোগ করে যাবে বলেই কি ব্রতী মরেছিল। এইজন্য? পৃথিবীটা এদের হাতে তুলে দেবে বলে?"**[৯]

সুজাতার মনে এই প্রশ্নেরা ভিড় করে আসে। কেননা, এখনো সরোজ পালদের অনেক কাজ আছে। বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে সিংহহৃদয় সরোজ পাল। অপূর্ব দক্ষতায় ব্রতীদের মতো অবিশ্বাসীদের দমন করেছে। এখনও কোথাও আনকোয়ায়েট। দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়বে, বাড়িতে বাড়িতে দরজা বন্ধ হবে। রাস্তা থেকে ত্রস্তে পালাবে পথচারী। আবার কোথাও গুলির আওয়াজ হবে খট্খট্খট্। ব্রতীরা আবার পালাবে। সুজাতার চেতনার সুতো জট খুলতে খুলতে দেখতে পায়। ব্রতীরা পালাচ্ছে। কিন্তু পালাবার পথ নেই কোথাও। নেই কোথাও নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা। তাই হাহাকার করে ওঠে সুজাতার মাতৃহৃদয়। কোথাও ঘাতক নেই, গুলি

নেই, ভ্যান নেই, জেল নেই। কোথায় পালাবে ব্রতী। কোথায় আছে নিরাপদ আশ্রয় মাতৃহৃদয় ছাড়া - **"পালাস না ব্রতী। আমার বুকে আয়, ফিরে আয় ব্রতী, আর পালাস না। আবার যদি ভ্যান চলে, আবার যদি সাইরেনের হুমকিতে আকাশ চিরে যায়, ব্রতী যে আবার হারিয়ে যাবে। ঘরে ফের ব্রতী, ঘরে ফিরে আয়। তুই আর পালাস না। মা-র বুকে ফিরে আয় ব্রতী। এমন করে পালিয়ে যাস না। তোকে কেউ পালাতে দেবে না রে,যেখানে যাবি সেখান থেকে আবার টেনে বের করবে। আমার কাছে আয় ব্রতী।"**[১০] সুজাতা যে সন্তানকে বুকে ধরে রাখতে পারেন নি, আজ তার জন্য ব্যাকুল মাতৃহৃদয় হাহাকার করছে। ফিরে পেতে চাইছে হারানো সন্তানকে বুকের মধ্যে। ঠিক যেমন সমুর মা বলেছিলেন শ্মশানে সমুকে বুকে পেলেই তিনি শান্ত হবেন। সুজাতাও যেন এই জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তি পাবেন ব্রতীকে কাছে পেলে। জাগতিক চেতনার চরম সীমায় পৌঁছে সুজাতার 'দীর্ঘ আর্ত হৃৎপিণ্ডচেরা বিলাপ' প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন ফেটে পড়ল। আছড়ে পড়ল সুজাতার শরীর। হয়তো মি: কাপাডিয়ার কথাই সত্যি হবে। জেভেনেসোলের দেখা হবে। সারাদিন ধরে যে ব্রতীকে খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে পুনরায় হারানোর সম্ভাব্য আঘাত সহ্য করতে পারেননি সুজাতা। তাই তার চিন্তা-চেতনা প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে নীরব হয়েছে। শান্ত, স্থবির হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী মহাশ্বেতা, 'হাজার চুরাশির মা', মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র-৮, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১০বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ.১৭
২.তদেব।পৃ.১৭
৩.তদেব।পৃ.২৫
৪.তদেব।পৃ.৪২
৫.তদেব।পৃ.৪২
৬.তদেব।পৃ.৪৯,৫০
৭.তদেব।পৃ.৫৪
৮.তদেব।পৃ.৬৪
৯.তদেব।পৃ.৭২
১০.তদেব।পৃ.৭২